মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ৯৯ | বর্ষঃ ১২ | মে-২০১৭

"সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই মাদকের অপব্যবহার বাড়ছে" শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (এফডিসি) মিলনায়তনে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি কর্তৃক UCB Public Parliament-2017 এ সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই মাদকের অপব্যবহার বাড়ছে শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিকরা অংশগ্রহণ করেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, মাদকের ভয়াবহতা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে মূল্যবোধের অবক্ষয়কে রুখতে হবে। একাজ একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিকরা চ্যাম্পিয়ন হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা

ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা-২০১৭ এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

২৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক মহোদয় এর সভাপতিত্বে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি প্রারম্ভিক বক্তব্যে দেশব্যাপী মাদকের ক্ষতিকর ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, মামলার প্রমাণ অর্জনের পাশাপাশি মাদকপ্রবণ এলাকা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ও কোয়ালিটি মামলা উদঘাটনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং মাদক ব্যবসায়ীদের একটি সঠিক তালিকা দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে। ধানমন্ডি ক্লাবে সফল অভিযান এবং বিমান বন্দরে কোকেন উদ্ধারের অভিযানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

The Korea International Cooperation Agency (KOICA) Project এর শুভ উদ্বোধন

KOICA Project শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

১২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে The Korea International Cooperation Agency (KOICA) Project এর শুভ উদ্বোধন করেন মহাপরিচালক জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ। বিগত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশে মাদক সংক্রান্ত অপরাধ কমিয়ে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধ ও মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে The Korea International Cooperation Agency (KOICA) এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর যৌথভাবে কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে Illicit Drug Eradication and Advanced Management through IT (I DREAM it) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য KOICA এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে প্রকল্পকাল ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে কোরিয়ান সরকার ৬,৩০,০০০ (ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার) মার্কিন ডলার সহায়তা দিয়ে অধিদপ্তরের মাদক সংক্রান্ত ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করে দিবে। KOICA ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভারের যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার প্রদান, হার্ডওয়্যার (১৫০ টি মোবাইল মডেম, ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ কম্পিউটার এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য যন্ত্রপাতি), কোরিয়ান এক্সপার্ট দিয়ে সফটওয়্যার ও সিস্টেম ইনস্টল এবং অধিদপ্তরের ০৫ জন আইটি এক্সপার্টকে দক্ষিণ কোরিয়ায় ০৮ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল নতুন সফটওয়্যার স্থাপনে প্রয়োজনীয় সার্ভার আপগ্রেডেশনে সাপোর্ট দিবে। ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল জেলা কার্যালয়সহ অন্যান্য সকল সংস্থার সাথে রিয়েল টাইম তথ্য বিনিময় এবং তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে।

১৬ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট ও সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা নিবন্ধন, নিরূপন, বাছাইকরণ, নথিভূক্তকরণ এবং সহঘটমান রোগ এ দুটি বিষয়ের ওপর ১৬ তম ব্যাচে ২৪ এপ্রিল ২০১৭ হতে ০৪ মে ২০১৭ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারিকুলাম দুটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে ১৬ ব্যাচের ইকো ট্রেনিং শুরু হওয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

এ প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৮৪ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ২১ টি কেন্দ্রের ২৪ জন প্রতিনিধি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে ৩ (তিন) জন এবং ৮ জন সাইকোথেরাপিস্ট অংশগ্রহণ করেন।

২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক মহোদয় এর সভাপতিত্বে ১৬ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : কে.এম. তারিকুল ইসলাম
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ৯৯
বর্ষ : ১২
মে : ২০১৭

০৪ মে ২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় ১৬ ব্যাচের ইকো প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

এপ্রিল'২০১৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম	সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	পোস্টার বিতরণের সংখ্যা	লিফলেট বিতরণের সংখ্যা	শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন
ঢাকা	১৩২	৪৪৩৯	১২০৯৯	৬৪
চট্টগ্রাম	১০১	২৫১৫	১২২২৬	১৬
রাজশাহী	২৩৯	১৪২০	৯৯৯০	৪৭
খুলনা	৫৪	২১৪০	৯৮০০	১৩
বরিশাল	২১	৮০০	১৯০০	০৬
সিলেট	৩৪	৩৫৫	৩৬২০	০৪
মোটঃ	৫৮১	১১৬৬৯	৪৯৬৩৫	১৫০

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

এপ্রিল/ ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭৪৮৮	৪৯৯১	২৪৯৭	৬৬.৬৫%
চট্টগ্রাম	৪৭০৮	৪৩৭০	৩৩৮	৯২.৮২%
রাজশাহী	১০১৭০	৮৯২০	১২৫০	৮৭.৭০%
খুলনা	৪৪৮৭	৩৭৯৫	৬৯২	৮৪.৫৭%
বরিশাল	৪০২৯	২২৭৫	১৭৫৪	৫৬.৪৬%
সিলেট	১১৭৫	১১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২০৫৭	২৫৫২৬	৬৫৩১	৭৮.৭৮%

কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৪৬%)।

এপ্রিল/ ২০১৭ পর্যন্ত প্রিকারসর ক্যামিক্যালসের আমদানী সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রিকারসর ক্যামিক্যালসের নাম	পরিমাণ (মেট্রিক টন)
এসিটোন	১২০.৯৬০
এমইকে	৫৭.০৯০
টলুইন	৬১৩.৭৫৩
পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট	২৫০

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

এপ্রিল/২০১৭ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী কর্মসূচি পালনের কিছু সংবাদচিত্র:

২১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে শিশু একাডেমি কমপ্লেক্স বিনাইদহে এনজিও দুরন্ত এর উদ্যোগে মাদকবিরোধী সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়

৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুরে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক দিলারা রহমান

১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর এর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান ও লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

১৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সরজন উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান ও লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

অপারেশনাল কার্যক্রম

অধিদপ্তরের মাসিক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত

২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মাসিক সাংবাদিক সম্মেলন

২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ঃ০০ টায় অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা), জনাব সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাসিক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা (বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, কোস্টগার্ড) কর্তৃক মার্চ ২০১৭ মাসে দায়েরকৃত মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত আলামত এবং মাদক সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি তুলে ধরা হয়। সবশেষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদেরকে মাদক অপরাধদমনসহ মাদকের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে অনুরোধ জানান।

আমাদের অঙ্গীকার
মাদকমুক্ত পরিবার

আইন-আদালত (এপ্রিল-২০১৭)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক এপ্রিল-২০১৭ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের নাম	এপ্রিল-২০১৭					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	১৬৮	১৯৪	১৮৫	১৮৮	৩৫৩	৩৮২
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৫৫	৬৪	১৭০	১৭২	২২৫	২৩৬
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৭৬	৮০	৪৩	৪৬	১১৯	১২৬
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	৯৪	১১৯	১৫৩	১৫৩	২৪৭	২৭২
গোয়েন্দা শাখা	২৮	৩১	৯	৯	৩৭	৪০
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	৩০	৪০	৩৭	৩৮	৬৭	৭৮
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	১১	১৪	১১	১১	২২	২৫
মোট	৪৬২	৫৪২	৬০৮	৬১৭	১০৭০	১১৫৯

মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের এপ্রিল /২০১৭

ক্রঃ নং	মাদকদ্রব্যের নাম	এপ্রিল/২০১৭			
		মামলা	আসামী	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ	
১	হেরোইন	৪৯	৫৩	০.৯৩৩	কেজি
২	কোকেন	১	১	০.৭৫	কেজি
৩	পচুই	২	২	১৬০	লিটার
৪	গাঁজা	৫০১	৫২৮	৪৪২.৫৪৮	কেজি
৫	গাঁজাগাছ	১	১	১০	টি
৬	অবৈধ চোরাই মদ	৬৭	৬৯	৮০০.২	লিটার
৭	পেথিডিন	১	১	২৪	এ্যাম্পুল
৮	বিদেশী মদ	১	১	৬.৫	লিটার
৯	দেশি মদ	২	৩	১০.৭৫	বোতল
১০	ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	৮	১১	৭২০০	লিটার
১১	বিদেশী মদ	২১	২৪	৬৮.৫	বোতল
১২	বিয়ার	৭	৭	১৫৪	ক্যান
১৩	রেক্টিফাইডস্পিরিট	৫	৬	২১৫.৮	লিটার
১৪	ডিনেচার্ড স্পিরিট	১০	১০	৬৫৯	লিটার
১৫	কোডিনেরমিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	৪৮	৫৬	৭০৫৬	বোতল
১৬	তরল ফেন্সিডিল	১	১	০.০৭	লিটার
১৭	তাড়ী (টোডি)	২১	২১	৪৮১.৫	লিটার
১৮	বুপ্রেণরফিন (টি.ডি. জেসিকইঞ্জেকশন)	৩	৩	৪৮	এ্যাম্পুল
১৯	বুপ্রেণরফিন (বুনোজেসিকইঞ্জেকশন)	১	২	২০০	এ্যাম্পুল
২০	লুপিজেসিকইঞ্জেকশন	৯	১০	৪১৬	এ্যাম্পুল
২১	ইয়াবা টেবলেট	২৮৭	৩২৬	৯৩৩৬১	পিস
২২	ডায়াজিপাম	৩	৩	৪২	টি
২৩	এনার্জি ডিংকস (ইত্যাদি)	১০	১০	১৫৪০	বোতল
২৫	অন্যান্য	৯	৭		
২৬	নগদ অর্থ			১৫২৩৫০	টাকা
২৭	প্রাইভেটকার			১	টি
২৮	মোবাইল সেট			১২	টি
২৯	কিক্স ভ্যান			১	টি
৩০	বাইসাইকেল			১	টি
৩১	মোটরসাইকেল			৫	টি
৩২	এসকফ	১	১	৩০	বোতল
৩৩	পিস্তল			২	টি
৩৪	ভারতীয় বিড়ি				টি
৩৫	গুলি			৭	টি
৩৬	নিশাদল	১	২	২৫.২	কেজি
৩৭	সিএনজি			১	টি
	মোটঃ	১০৭০	১১৫৯		

ডেমরা ও কেরানিগঞ্জ থানা এলাকা থেকে ৭,৪৫০ পিস ইয়াবা ও নগদ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা উদ্ধারসহ আটক ২

৭,৪৫০ পিস ইয়াবা এবং নগদ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা উদ্ধারসহ আটক ২ ব্যক্তি

১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় ঢাকা কর্তৃক ডেমরা ও কেরানিগঞ্জ থানা এলাকা থেকে ৭,৪৫০ পিস ইয়াবা ও নগদ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা উদ্ধারসহ দুইজনকে আটক করা হয়।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে ৩৬০০ পিস ইয়াবা এবং নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা উদ্ধারসহ আটক ১

৩,৬০০ পিস ইয়াবা এবং নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা উদ্ধারসহ আটক ১

২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। গ্রেফতারকৃত রফিক চৌকিদার (২৮) শরিয়তপুর জেলার জাজিরা থানার চৌকিদারকান্দির বড় গোপালপুর গ্রামের মৃত মুনু চৌকিদারের পুত্র। তার কাছ থেকে ৩ হাজার ৬শ পিস ইয়াবা এবং ১০ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রোববার বিকেল ৫ টায় যাত্রাবাড়ির দনিয়া বাজার রোডের একটি পাঁচতলা বাড়ির চার তলার ফ্ল্যাটে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল রফিককে। তিনি টেকনাফ থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা এনে তার কাছে রেখে ঢাকা শহর ও বরিশালের বিভিন্ন ইয়াবা ব্যবসায়ীদের নিকট পাইকারী মূল্যে বিক্রি করতেন। জিজ্ঞাসাবাদে দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন কৌশলে ঢাকা শহরে ইয়াবা বিক্রি করার কথা স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে যাত্রাবাড়ি থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী থানার সন্তোষপুর এলাকা থেকে ৩৮ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার

সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম থেকে উদ্ধারকৃত ৩৮ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা

২৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সফল অভিযানে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী থানার সন্তোষপুর এলাকা হতে আসামী মোঃ শফিকুল ইসলাম এর বসতবাড়ি থেকে ৩৮ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। অতঃপর পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

কুড়িগ্রামে ৫ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধারসহ আটক ২

৫ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক ২

২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের এক সফল অভিযান পরিচালনা করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলা সদরে মাদক ব্যবসায়ীগণ অদ্ভুত কৌশলে মাছ বিক্রেতা সেজে মাদক পাচারের সময় ৫ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজা এবং মাদক পরিবহণে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলসহ আফজাল হোসেন (৫৫), ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম ও আব্দুল মজিদ (৪০), কুমারখালী, কুষ্টিয়া কে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় ২৫ কেজি গাঁজা ও ৯৭ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারসহ আটক ১

৮৩ পিস ইয়াবা ও ১৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধারসহ ১ জন আটক

১৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুষ্টিয়া এর সহকারী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রেইডিং টিম কুষ্টিয়ার সদর থানার আড়ুয়াপাড়ার বি.কে.সাহা স্ট্রিট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সন্ধ্যা ৬.৪০ সময় মাদক সম্রাট মোঃ মুন্না শেখ ওরফে ফুটুর স্ত্রী রেহেনা পারভীন (২৫) এর বাড়ী থেকে ৮৩ পিস ইয়াবা ও ১৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত রেহেনা জানায় তার স্বামীর সহযোগীতায় সে দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছে এবং এব্যাপারে পরিদর্শক তারেক মাহমুদ কর্তৃক বাদী হয়ে সদর মডেল থানায় রেহেনা ও শেখ আহম্মদ আলীর পুত্র ফুটুর (পলাতক) নামে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

চট্টগ্রামের কাজিরদেউরি এলাকা থেকে একটি প্রাইভেটকার এবং ৬৯৬ ক্যান ব্লেক ডেভিলবেয়ার উদ্ধারসহ আটক ১

একটি প্রাইভেটকারসহ ৬৯৬ ক্যান ব্লেক ডেভিলবেয়ার উদ্ধার এবং আটক ১

৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ রাত ১১.০০ টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চল এর মাধ্যমে চট্টগ্রামের কাজিরদেউরি, এলাকা থেকে একটি প্রাইভেটকারসহ ৬৯৬ ক্যান ব্লেক ডেভিলবেয়ার উদ্ধার করা হয় এবং ১জনকে গ্রেফতার করা হয়।

বগুড়ায় ৫ বোতল বিভিন্ন ব্রান্ডের বিলাতী মদ উদ্ধারসহ আটক ১

৫ বোতল বিভিন্ন ব্রান্ডের বিলাতী মদসহ আটক ১

০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বগুড়া "খ" সার্কেল, সান্তাহার, বগুড়া কর্তৃক ০৫ বোতল বিভিন্ন ব্রান্ডের বিলাতী মদসহ ১ জনকে আটক করা হয়। অতঃপর আদমদীঘি থানায় ১ টি মামলা দায়ের করা হয়।

হবিগঞ্জের মাধবপুর থানা এলাকায় ৫৫ পিস ইয়াবা ও ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধারসহ আটক ১

৫৫ পিস ইয়াবা ও ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক ১

৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় হবিগঞ্জ কর্তৃক মাধবপুর থানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৫৫ পিস ইয়াবা ও ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ জনকে আটক করা হয়। অতঃপর মাধবপুর থানায় একটি নিয়মিত মামলা করা হয়।

হবিগঞ্জে গাঁজা সেবনের অপরাধে ৬ জন আটক

গাঁজা সেবনের অপরাধে ৬ জনকে আটক

২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় হবিগঞ্জ কর্তৃক সদর উমেদনগর এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৬ জন আসামীকে গাঁজা সেবন করার অপরাধে গ্রেফতারপূর্বক ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অর্থদন্ড সাজা প্রদান করা হয়।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরস্থ জেনেভা ক্যাম্প ও কাওরানবাজার রেলওয়ে বস্তি থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ আটক ৭

বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্যসহ ৭ জন মাদক ব্যবসায়ী আটক

৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপঅঞ্চল, ঢাকা গোয়েন্দা ও এপিবিএন এর যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুরস্থ জেনেভা ক্যাম্প ও কাওরানবাজার রেলওয়ে বস্তিতে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্যসহ ৭ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়।

কুড়িগ্রামে ৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক ৩

৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক ৩

১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় কুড়িগ্রাম কর্তৃক ৩ টি সফল অভিযানের মাধ্যমে ৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা হাতেনাতে ধরে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

বগুড়ায় কাহালু থানাধীন ডেপুইল মধ্যপাড়া হতে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক ১

৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক ১

৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস বগুড়া "খ" সার্কেল, সান্তাহার, বগুড়া কর্তৃক কাহালু থানাধীন ডেপুইল মধ্যপাড়া হতে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ ১ জন আসামীকে আটক করা হয়।

রাজধানীর ডেমরা থানাধীন এলাকা হতে ৭০০ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

৭০০ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক ১

১৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ঢাকা গোয়েন্দা কর্তৃক এক সফল অভিযানের মাধ্যমে রাজধানীর ডেমরা থানাধীন এলাকা হতে ৭০০ পিস ইয়াবাসহ ১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়।

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় ৫৮ ক্যান বিদেশী বিয়ার উদ্ধারসহ আটক ১

৫৮ ক্যান বিদেশী বিয়ারসহ আটক ১

১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ বিকাল ১৭.০০ টায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, জামালপুর কর্তৃক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে জামালপুর জেলাস্থ মেলান্দহ উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম সুজনকে (৩৫) মেলান্দহ বাজারের চিশতিয়া মার্কেট থেকে ৫৮ ক্যান বিদেশী বিয়ারসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে মেলান্দহ থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস এর মাধ্যমে আমদানি, সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে এপ্রিল' ২০১৬ এবং এপ্রিল' ২০১৭ সালের মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	এপ্রিল' ২০১৬	এপ্রিল' ২০১৭
১	ঢাকা অঞ্চল	৬৮১২৫৩২	৮৩২৪৯৮৫
২	সিলেট অঞ্চল	৩৩৩৩৪৪০	৩৪৪৪৬৫৬
৩	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৩০৭১৪০	৩২৬০২৮৪
৪	খুলনা অঞ্চল	২৫২৮৭০৫৬	৩০৪৩০০৫১
৫	বরিশাল অঞ্চল	৩৭৫৬০০	২৯৫৬৮০
৬	রাজশাহী অঞ্চল	৮১৬৭৮৭২	৮২২০৬১৯
	মোট	৪৭২৮৩৬৪০	৫৩৯৭৬২৭৫

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এপ্রিল' ২০১৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান:

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	এপ্রিল/ ২০১৭ তে	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
	গৃহীত নমুনার সংখ্যা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	--
ঢাকা অঞ্চল	২২৩	২২২	--	২২২	১০
চট্টগ্রাম অঞ্চল	১২১	১১৬	--	১১৬	১৫
রাজশাহী অঞ্চল	১২১	১১৯	--	১১৯	০৮
খুলনা অঞ্চল	১৩৪	১৩৩	--	১৩৩	১৫
বাংলাদেশ পুলিশ	৫৩১৯	৫৩৪১	--	৫৩৪১	৯৩২
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৬	১১	--	১১ ০৫	--
অন্যান্য সংস্থা সিআইডি	--	--	--	--	--
মোট	৫৯৩৪	৫৯৪২	--	৫৯৪২	৯৮৫

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক দৃঢ়তা মাদক প্রতিরোধের মূলকথা

পিয়ারা বেগম (শিক্ষক অবঃ) তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

ব্যক্তিত্বের অধিকাংশই গড়ে উঠে তার শৈশবের উপর ভিত্তি করে। বাবা-মাকে আদর্শ ধরে নিয়েই সন্তানের ব্যক্তিত্ব কাঠামো গড়ে উঠে। তবে শৈশবকালীন

সময়ে গড়ে উঠা ব্যক্তিত্ব আত্মবিকাশী হবে না আত্মবিনাশী হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তির যাবতীয় বিকাশ, মননগত উন্মেষ তথা সামগ্রিক পারিবারিক অবকাঠামোর উপরই। শৈশবকালীন সময়ে গড়ে উঠা ব্যক্তিত্বের ধরন (আত্মবিকাশী বা আত্মধ্বংসী) অনেক সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবন পদ্ধতিতে নিজের অজান্তেই প্রবাহমান থাকে। মূলত: অকার্যকর পরিবারে (Dysfunctional Family) বেড়ে ওঠা ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক সময় আত্মধ্বংসী আচরণ ও ব্যক্তিত্বজনিত বিশৃঙ্খলা গড়ে উঠে যা আসক্তি থেকে সুস্থতা লাভের ক্ষমতার উপর ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এবার জেনে নিই ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা বলতে কী বুঝি? আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশনের (APA) সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা বলতে কতগুলো বৈশিষ্ট্যের একটি সমষ্টিগত প্যাটার্নকে বোঝায়; যা সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তন, অনুভূতি ও আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে ব্যক্তি তার পরিবেশের সাথে সন্তোষজনক উপযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়; অর্থাৎ ব্যক্তির খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই এরূপ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং তা মোটামুটি অনমনীয় ও স্থায়ী হয়ে পড়ে। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব তার কৃষ্টি ও সামাজিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। ফলে ব্যক্তি যেমন নিজে অসুখী হয় তেমনি তার আশেপাশের মানুষগুলোও অসুখী হয়ে ওঠে।

এই যে ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা বা ব্যক্তিত্বে সমস্যা এর কারণেও কিন্তু মাদকাসক্তি রোগ দেখা দিতে পারে। শৈশব থেকেই কোন কোন সন্তানের আত্মবিনাশী প্রবণতা বা অবাধ্যভাব পরিলক্ষিত হয়। যার জন্য একটি শিশুর পারিবারিক পরিবেশ, শৈশবের শিক্ষা ও অন্তর্নিহিত মানসিক গঠন দায়ী। এ ধরনের সন্তানেরা সহজেই অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষণ থাকে। কারো সাথে সখ্যতার গভীরতা গড়ে তুলতে সে অপারগ। দেখতে মনে হয় বেশ মিশুক ও সংবেদনশীল। আসলে ভেতরে সে কঠিন, ফলে তার গভীরতাবোধ নেই বললেই চলে। তারা অন্যের দোষকেই বড় করে দেখে। ধৈর্য্য সহকারে কর্তব্য কাজে মনোনিবেশ করতে পারে না। ফলে বারবার একই ভুল করে। ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না এমন কি সংশোধনের চেষ্টাও করে না। ফলে ভুলের লেখার শুরুতেই জেনে নিই, মাদক আসলে কী? যে দ্রব্য গ্রহণ বা সেবন বা ব্যবহার করলে মস্তিষ্কের উপর কাজ করে আচরণের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটায় সেগুলোই মাদকদ্রব্য। মূলত: যা গ্রহণে বা সেবনে বা ব্যবহারে নেশা হয় সেগুলিই মাদক।

সম্প্রতি আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই জানে 'নেশা' মানুষের জীবনে সত্যিকার অর্থে কোন ক্ষতি ছাড়া কোন কল্যাণই বয়ে আনে না। অথচ এই 'নেশা' ক্ষতিকারক জেনেও মানুষ কেন নেশা করে? আসলে মানুষ কী শুধুমাত্র দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-ব্যর্থতা, পরাজয়-গ্লানি-বিষণ্নতা কিংবা দুর্বহ মনস্তাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য নেশা ধরে, নাকি নিছক মজা পাবার লোভে বা নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি কৌতূহল প্রবণতাবোধ থেকে নেশা করে? এই প্রশ্ন জাগাটা খুবই স্বাভাবিক। তবে মানুষ যে 'নেশা ' করে এই প্রবণতা সমাজে চালু আছে সভ্যতার জন্ম লগ্ন থেকেই। তবে নেশার ক্ষতির দিকটা এতটা প্রকট, এতটা ব্যাপক ও বিপত্তিকর প্রভাব ফেলে মানুষের জীবননাশসহ সমাজ, সভ্যতা ধ্বংস করার মতো ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি কিংবা সংকটাপন্ন আকার ধারণ করেনি কখনো। কারণ তখনকার দিনে সচরাচর চিত্ত বিনোদনের নিমিত্তে কোন পালা পার্বণে, উৎসব আয়োজনে কম বেশি মাদকের ব্যবহার বা প্রচলন ছিল। তবে নেশায় কেউ কখনো এত মেতে উঠত না কিংবা আসক্তির পর্যায়ে তা যেতো না। ফলে মাদকের সীমিত ব্যবহার মূলতঃ জনজীবনে তেমন সমস্যার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু সম্প্রতি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম অভিশাপ এই মাদক সমস্যা। এক সময় একে 'ড্রাগ ' বলা হতো। সেই ড্রাগ এখন বিষাক্ত ফনা তুলে 'ড্রাগন' সেজেছে। এহেন ড্রাগন সদৃশ "মাদক নেশা" এখন তার সর্বনাশা থাবা বিস্তার করে মানুষের চেতনাবোধের অবলুপ্তি, জনজীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অবনতিকে প্রকট করে তুলেছে। আর এর রোমশ থাবার বিস্তৃতি আমাদের সভ্যতায়-ভব্যতায়, ইতিহাস-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যে, শুদ্ধ জীবনাচার ও নৈতিক মূল্যবোধে, আবেগে উচ্ছ্বাসে ভরপুর এবং গৌরবময় অতীত আবৃত বাংলাদেশেও আঘাত হেনেছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আলো ঝলমলে শহর থেকে প্রত্যন্ত অখ্যাত অঞ্চলেও এর অবাধ বিস্তৃতি সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। ফলে ম্লান হতে চলেছে আবহমান বাঙালির কোমল-শান্ত- মায়াবী স্বভাবসুলভতা আর সমৃদ্ধি-সভ্যতার ইতিহাস ও গৌরবময় সোনালি অতীত-ঐতিহ্য। আর চোখের সামনে ধ্বংস হতে চলেছে অপার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত আর আমাদের অমূল্য সম্পদ, আমাদের তরুণ প্রজন্ম। এমন কী শিশু কিশোর-কিশোরী এবং বাঙালি ললনা বলে বিশ্বদরবারে সমাদৃত সেই মমতাময়ী মায়ের জাত, স্নেহময়ী বোন, প্রেমময়ী স্ত্রী আজ মাদকের নেশায় মেতে উঠেছে উদ্ভ্রান্তের মতো। এক সময় প্রমথ চৌধুরী গর্বভরে বলে ছিলেন- 'বাঙালি জাতির পরম সৌভাগ্য হেন লোক নাই, যার নাই বৌভাগ্য"। অথচ পরিতাপের বিষয় সেই সৌভাগ্যবান পুরুষরাই আজ আমাদের মায়ের জাতকে কলুষিত করে চলেছে মাদক ব্যবসায় জড়িত করে তাদেরকে ব্যবহার করছে। তাইতো পত্রিকার পাতায় মাদক সম্রাজ্ঞী বলে শিরোনামে যখন নারীদের নাম ওঠে তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে গা রিরি করে উঠে।

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে অপ্রতিরোধ্য মেতে উঠা বা এহেন উন্মত্ততার পেছনে কার বেশি অবদান - শরীর না মনের, পরিবার না সমাজ, নিঃসঙ্গতা না অতিসঙ্গতা নাকি জেনেটিক কোন ব্যাপার-স্যাপার?

এই লক্ষ্যে এ পর্যন্ত আমাদের দেশের স্বনামখ্যাত, নিবেদিত মনোবিজ্ঞানী, সমাজচিন্তাবিদ, মনঃচিকিৎসক, গবেষক, ডাক্তার, অনুসন্ধিৎসু সচেতন সমাজকর্মী এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ মাদকদ্রব্য ব্যবহার বা নেশা করার পেছনে যে যে কারণগুলো সক্রিয় বলে সনাক্ত করেছেন তা সংক্ষেপে বলা যায় এভাবে - একজন ব্যক্তি মানসিক ও সামাজিক কারণে মদ বা অন্যান্য মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। সে মদ্যপান বা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে কারণ এটি তার মধ্যে ভালো লাগা বোধ তৈরি করে।

(মানসিক কারণ); চারপাশে অন্যান্য ব্যক্তিরা মদ্যপান বা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে এবং তাদের অন্যের সাথে একাত্ম হতে সাহায্য করে কিংবা সে অন্যদের দ্বারা মদ্যপান বা মাদকদ্রব্য গ্রহণে চাপের সম্মুখীন হয় (সামাজিক কারণ)।

প্রখ্যাত গবেষক Hatterer এর মতে মাদকাসক্তির প্রাথমিক কারণ হলো ব্যক্তি নিজে। ব্যক্তির মন মানসিকতা, আচরণ, মনোভাব, চিন্তা-ভাবনা, দেহ-রসায়ন, জীবনের বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে অদক্ষতা প্রভৃতি বিষয়গুলি তাকে মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। তবে মাদককাসক্তি বিষয়ক প্রখ্যাত ইটালীয় চিকিৎসক ডাঃ Efrem Milanse এর মতে, মাদকাসক্তির মূল কারণ ব্যক্তির বর্তমান বা অতীত জীবনের কোন এক বা একাধিক অধ্যায়ে ঘটে যাওয়া কষ্টকর অভিজ্ঞতা বা Trauma.

মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা মানস এর সভাপতি, বিভাগীয় প্রধান, ডেন্টিষ্ট্রি বিভাগ, বারডেম হাসপাতাল ও ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী স্যারের মতে, সাধারণত মাদকাসক্তির কারণকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় যেমন- মানসিক, সামাজিক, জৈবিক।

সামাজিক ও জৈবিক প্রসঙ্গে এ মুহূর্তে যাচ্ছি না তবে আমরা জানি যে, মানসিক কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "ব্যক্তিত্ব"। (চলবে)

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com